দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাতের আধারে উড়ছে জাতীয় পতাকা; অবমাননার শামিল

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভরনে রাতেও উড়ছে জাতীয় পতাকা। যা অবমাননার শামিল।

সরকারি নিয়ম অনুসারে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের নিয়ম থাকলেও নিয়ম ভঙ্গ করতে দেখা গেছে দামুড়হুদা উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষকে। রাতে হাসপাতালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ঘটনায় বিরূপ মন্তব্য সৃষ্টি হয়েছে।

বুধবার রাত ১১ টায় সরেজমিনে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে গিয়ে দেখা এমন চিত্র মেলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উপজেলার স্থানীয় এক বাসিন্দা হাসপাতালে সেবা নিতে গিয়ে দেখেন এমন চিত্র।

যিনি জাতীয় পতাকার অবমাননা করার চিত্র দেখে মানসিক ভাবে কষ্ট পান। তিনি একজন সচেতন ব্যক্তি, দেশপ্রেমিক। যিনি ঘটনাস্থল থেকে বিষয়টি গণমাধ্যম কর্মীদের কে খবর দিয়ে মহতি কাজটি করেছেন।

তিনি বলেন, ৩০ লক্ষ শহীদ ও ৩ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা। এ পতাকার অবমাননা মেনে নেওয়া যায় না। রাতের বেলা জাতীয় পতাকা উড়ছে এটা কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলা।

হাসপাতালে রোগীর সাথে সেবা নিতে আসা অপর এক ব্যাক্তি নাম প্রকাশ না করে এ প্রতিবেদকে বলেন,সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উড়ানোর নিয়ম রয়েছে জানি। রাতে হাসপাতালে জাতীয় পতাক উড়ানো অবমাননার শামিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আইন ভঙ্গ করা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ। জাতীয় পতাকার সম্মান অক্ষুন্ন রাখা আমাদের নৈতিক দ্বায়িত্ব।

এ বিষয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী’র সাথে মুঠোফোনে কথা বললে তিনি বলেন, রাতের আধারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা অবমাননা ও অবহেলার শামিল। যা কোন ভাবেই কাম্য নাই।

এটি সম্পুর্ন মুক্তিযোদ্ধা চেতনা বিরোধী। জাতীয় পতাকা অবমাননার করার অর্থ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা। জাতীয় পতাকার সম্মান নষ্ট করা হলে, আমাদের নতুন প্রজন্ম কী শিখবে? বিষয়টি গুরুত্বের সাথে সংশ্লিষ্টরা তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন বলে আশা করছি। সেই সাথে এমন ঘটনা যাতে আর না হয় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার এর সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন ,বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ন।বিষয়টি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে খতিয়ে দেখা হবে।

গাংনীর বিডিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেঞ্চ চুরির ঘটনায় আরো দুজন গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার (ভরাট-তেরাইল-দুর্লভপুর) বিটিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চুরি হওয়া বেঞ্চের কাঠ ও হাতুড়ি উদ্ধারের ঘটনায় সদিঘ্ন আরো দুই জন্যকে গ্রেফতার করেছেন গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার উত্তরভরাট গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন (৩৪) ও আলাউদ্দীন (৩৩)।
মামলার তদন্তকারী অফিসার গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) টিপু সুলতান সঙ্গীয় ফোর্সসহ গতকাল বুধবার বিকালের দিকে উত্তরভরাট গ্রামে অভিযান চালিয়ে এ দুজনকে গ্রেফতার করেন।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে মামলার প্রধান আসামী উত্তর ভরাট গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকার ইমরান হোসেনের ছেলে আজমাইল হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। এসময় তার বাড়ি থেকে বিডিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে চুরি যাওয়া প্রচুর পরিমাণ বেঞ্চের কাঠ উদ্ধার করা হয়।

পরে আটক আজমাইন হোসেনকে গাংনী প্রথম শ্রেনীর আমলী আদালতের বিজ্ঞ

জুডিশীয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তরিকুল ইসলামের আদালতে নিলে সে ১৬৪ ধারায় জবান বন্ধীতে এদুজনের নাম প্রকাশ করে।

বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই শরীফ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে এএসআই শরিফুল ইসলাম ও এএসআই বিপ্লব হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান চালান।

এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে বিটিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষের ছাউনীর টিন কেটে ভিতরে প্রবেশ করে ১৬টি বেঞ্চের উপরের কাঠ (তক্তা) চুরি করে চোরের দল।

গাংনী থানার ভারপ্রাপত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আটকদের আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় জাতীয় মেধা তালিকায় উর্ত্তীণ হয়েছে দর্শনার সৌভিক ইসলাম

ঢাকা মেডিকেল কলেজে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় জাতীয় মেধা তালিকায় ১৩তম অবস্থানে উর্ত্তীণ হয়েছে দর্শনা পারকৃষ্ণপুর গ্রামের মোঃ সৌভিক ইসলাম।

গত মঙ্গলবার দেশের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় দর্শনা পারকৃষ্ণপুর গ্রামের শফিকুল ইসলাম মল্লিকের ছেলে সৌভিক ইসলাম ৮৯ পয়েন্ট ২৫ নাম্বার পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

সৌভিক ইসলাম মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ (ঢাকা) থেকে মাধ্যমিক ও নটরডেম কলেজ (ঢাকা) থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করে।

তার বাবা পেশায় একজন শিক্ষক। মা বিথি খাতুন দীর্ঘদিন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ছেলে সৌভিক ইসলাম

ডাক্তারী পড়ার কথা শুনে তার বাব-মা ভীষণ খুশি হয়েছে।

ফল প্রকাশের পর প্রতিক্রীয়ায় সৌভিক বলেন, এমন সাফল্যের জন্য সে সৃষ্টিকতার্র কাছে ও শিক্ষকদের কাছে কৃতজ্ঞ। মা-বাবা আমার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আমি অনেক খুশি। সৌভিক আদর্শবান ডাক্তার হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চায়। এছাড়া সে এলাকবাসীর কাছে দোয়া প্রর্থনা করেছে।

লোকনাথপুরে ভূমিদস্যু সিন্ডিকেট চক্রের নিয়ন্ত্রণে চলছে অবৈধভাবে পুকুর খনন

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের লোকনাথপুর হাইস্কুল সংলগ্ন মাঝপাড়ায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ভূমিদস্যু সিন্ডিকেট চক্রের নিয়ন্ত্রণে চলছে অবৈধ ভাবে পুকুর খননের কাজ।

যেখানে দীর্ঘদিন ধরে কৃষি জমি ধ্বংস করে অবৈধ ভাবে পুকুর খননের কাজ চলমান থাকলেও রহস্য জনক কারণে বন্ধ হয়নি ধ্বংসের মহোৎসব।

প্রাপ্ত তথ্যে সরেজমিনে গিয়ে ও স্থানীয়দের মাধ্যমে জানা যায়, উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত লোকনাথপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পেরিয়ে মাঝপাড়া মসজিদ সংলগ্ন স্থানে প্রায় ২০ বিঘা কৃষি জমি ধ্বংস মেতেছে চিহ্নিত ভূমিদস্যু হাউলি ইউনিয়ন লোকনাথপুর গ্রামের লিপু শাহ্, সহ একাধিক সিন্ডিকেট চক্র।

এসকল ভূমিদস্যু সিন্ডিকেট চক্রের আয়োজনে প্রতিদিনই ১০-১৫ টি অবৈধ যান ট্রাক্টর ভিড়িয়ে কিশোর চাকলকদের বেপরোয়া গতিতে চলাচলে চরম ভোগান্তি পড়ছে পথচারী সহ স্থানীয়রা।

কৃষি জমি থেকে খননকৃত সকল মাঠি যাচ্ছে উপজেলার বিভিন্ন ইট ভাটায়। উল্লেখিত স্থানটিতে দীর্ঘদিন যাবত মাটি খনন করা হলেও যথাযথ

কর্তৃপক্ষের পক্ষে থেকে নেওয়া হয়নি তেমন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

রহস্য জনক কারণে বন্ধ হয়নি কৃষি জমি থেকে মাটি খননের কাজও। স্থানটিতে অনেকটাই নির্বিঘ্নে চলছে পুকুর খননের কাজের মহোৎসব। ফলে অতি মুনাফালোভী ও ভূমিদস্যুদের এমন কর্মকান্ডে পরিবেশের চরম ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় ও সচেতন মহল।

প্রভাবশালী এ ভূমিদস্যুদের হরহামেশাই অবৈধভাবে পুকুর খনন করে মাটি বিক্রির জন্য সরকারি ব্যায়ে নির্মিত যে সকল রাস্তা ব্যবহার করা হচ্ছে সেসব রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অবৈধ যানবাহনের অদক্ষ চালকদের বেপরোয়া গতির ফলে সাধারণ মানুষের চলাচল অনুপযোগী হওয়া সহ যে কোন সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দূর্ঘটনা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন পথচারীর সাথে কথা হলে তারা জানান, লেকনাথপুর সহ উপজেলার বিভিন্ন স্থানের ফসলি জমিতে চলছে মাটি কেটে ইটের ভাটা, বাসা বাড়ি, গর্ত ভরাটের কাজে বিক্রি।

কাজেই এ সড়ক সহ উপজেলার বিভিন্ন সড়কে অবৈধ ট্রাক চাকলদের বেপরোয়া গতিতে চলাচলে সড়কে সৃষ্টি হচ্ছে চরম বিশৃঙ্খলা। ধুলাবালি আর ভোগান্তি। জমির পরিবর্তন করতে সরকারি অনুমোদন প্রয়োজন পড়ে।

ফসলি জমি ধ্বংস করে তো পুকুর খনন নিষিদ্ধ। কৃষি ও কৃষক সমাজ রক্ষার্থে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কঠোর আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান এলাকার সাধারণ মানুষ।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের ৪ নেতার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ ইমরান হাবিব, সহসভাপতি মাহমুদ হাসিবসহ চার নেতার বহিস্কারাদেশে প্রত্যাহার করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

আজ ৬এপ্রিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল-নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বাকি দুজন হলেন- মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: আল মোস্তাকিম ও গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মো: মানিক।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তাদের নিজ আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রতিক্রিয়ায় সহসভাপতি মাহমুদ হাসিব জানান, সত্যের জয় হয়েছে। আমরা বাবার হাত ধরে আওয়ামী লীগের মিটিং মিছিলে এসেছি। আওয়ামী লীগকে বুকে লালন করে রাজনীতি করি। হাইব্রিডরা আওয়ামী লীগে এসে আমাদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করে আমাদের বহিস্কার করা হয়েছিলো। আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তদন্ত করে সত্যতা পেয়ে আমাদের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ায় আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

পেঁয়াজে বাম্পার ফলন হলেও হতাশ কুষ্টিয়ার চাষীরা

পেঁয়াজ চাষে বাম্পার ফলন হলেও সঠিক দাম না পেয়ে কুষ্টিয়া জেলায় চাষীরা হতাশায় ভুগচ্ছেন। তবে আবহাওয়া অনুকুলে থাকায় ২০২১-২২ অর্থবছরে পেঁয়াজ চাষে কৃষি বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

চলতি মৌসুমে পেঁয়াজ রোপণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১২হাজার ৯১০ হেক্টর জমি। সেখানে আবাদ হয়েছে ১২ হাজার ৪১৯ হেক্টর । চাষীরা মাঠ থেকে পেঁয়াজ তুলা এবং পেঁয়াজ পরিষ্কার করে ঘরে তোলার জন্য ব্যস্ত সময় পার করছে ।

কাকডাকা ভোর থেকে উঠে দিনব্যাপী পেঁয়াজ ক্ষেত থেকে পেঁয়াজ তোলা, বাড়িতে নিয়ে এসে পরিষ্কার কাজে ব্যস্ত সময় পার করলেও পেঁয়াজের দাম না পাওয়ায় হতাশার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

গত বছরের চেয়ে কম দামে পেঁয়াজের বীজ ক্রয়, চারার মূল্য কম, আবহাওয়া অনুকুলে থাকায় চাষীরা এবার ব্যাপকহারে পেঁয়াজ রোপণ করছে বলে কৃষকেরা জানান।

তবে চলতি মৌসুমে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, তেলের মূল্য বেশী হওয়ায় সেচের মূল্য বৃদ্ধি এবং পেঁয়াজের মাটি প্রস্তুতে খরচ বেশী সে তুলনায় পেঁয়াজের দাম কম হওয়ায় চাষীরা হতাশার মধ্যে আছে।

পেঁয়াজ চাষীরা জানান, যে পরিমাণ খরচ হচ্ছে তাতে করে পেঁয়াজের মূল্য বাজারে কম হাওয়ায় তারা লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বেশী বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছে চাষীরা। তাই তাদের দাবী ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানী বন্ধ করার। তা না হলে লোকসান আরো বেরে যাবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে কুষ্টিয়া জেলায় তাহেরপুরী, বারী পেঁয়াজ-১, কিংসুপার ও মেটাল এই চার জাতের পেঁয়াজ কৃষকেরা রোপন করছে।

চলতি মৌসুমে পেঁয়াজ রোপনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১২ হাজার ৯১০ হেক্টর জমি, সেখানে অর্জিত হয়েছে ১২ হাজার ৪১৯ হেক্টর জমি। এর মধ্যে পেঁয়াজ মুলকাটা ৩ হাজার ২৯৯ হেক্টর ও চারা রোপন পেঁয়াজ ৯ হাজার১২০ হেক্টর।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ১ হাজার ৫৪০ হেক্টর, খোকসা উপজেলায় ৩ হাজার ২৭৭ হেক্টর, কুমারখালী উপজেলায় ৪ হাজার ২৫৫ হেক্টর, মিরপুর উপজেলায় ৩৭০ হেক্টর, ভেড়ামারা উপজেলায় ২৩৫ হেক্টর ও দৌলতপুর উপজেলায় ২ হাজার ৭৪২ হেক্টর।

তবে কৃষকরা জানায় কৃষি অফিসের দেয়া তথ্যের চেয়ে মাঠ পয্যায় কৃষকের পেঁয়াজ বেশী রোপন হয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন মাঠ ঘুরে দেখা গেছে, চাষিরা দলবদ্ধভাবে শ্রমিক নিয়ে পেঁয়াজ তোলা কাজ করছেন।

কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পেঁয়াজের বীজ গেল বছর খোলা ৬ থেকে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হলেও এ বছর তা কমে বিক্রি হয়েছে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকায়।

পেঁয়াজের চারা গত বছর ১৫০ থেকে ১৮০ টাকায় কেজি বিক্রি হলেও এবার বিক্রি হচ্ছে ১৫ থেকে ২০ টাকা কেজি। বীজ, চারা, সার, পরিচর্যাসহ এবার বিঘাপ্রতি পেঁয়াজ উৎপাদনে চাষিদের খরচ হবে ২৮ থেকে ৩২ হাজার

টাকা।

এ বছর বিদেশি কিংসুপার জাতীয় চারা রোপণ করা হয়েছে। এতে বিঘায় ৪৫ থেকে ৬০ মণ পেঁয়াজ উৎপন্ন হবে। যার বাজার মূল্য হবে ৪০ থেকে প্রায় ৮০ হাজার টাকা।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জিয়ারখী ইউনিয়নের বালিয়াপাড়া গ্রামের চাষি মোহর আলী বলেন আমি ৩ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ রোপণ করেছি। ফলনও ভালো হয়েছে। তবে খরচের চেয়ে পেঁয়াজ বিক্রি করে তেমন লাভ হচ্ছেনা।

কিন্তু এ বছর পেঁয়াজের যে দাম আগে জানলে পেঁয়াজ রোপন করতাম না। বর্তমান বাজারে পেঁয়াজ ৬’শ থেকে ৮’শ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জানায়, পেঁয়াজ চাষিদের অর্থকারী ফসলের মধ্যে অন্যতম। এ অঞ্চলের মাটি পেঁয়াজ চাষে উপযোগী। এ জন্য আমরা সবসময় কৃষকদেরকে পেঁয়াজ চাষে পরামর্শ দিয়ে আসছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন এগিয়ে চলেছে

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক সহযোগিতা ও সুনিপুন দিকনির্দেশনায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন এগিয়ে চলেছে।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, মাদক থেকে দূরে রাখতে যুবসমাজকে খেলাধুলায় মনোনিবেশ করতে হবে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে হলে ক্রীড়াঙ্গনকে বড় ভূমিকা রাখতে হবে৷

সমাজে এখন মাদকের প্রভাব ব্যাপক উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক আরও বলেন, একজন ক্রীড়াবিদ ও সংগঠক মাদক থেকে দুরে থাকেন। কোনো ক্রীড়াবিদ মাদক গ্রহণ করতে পারে না। ক্রীড়াবান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মাদকমুক্ত সমাজ উপহার দিয়ে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবো।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় কুষ্টিয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস ২০২২ উদযাপিত হয়। এ বছরের দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘সবাই মিলে খেলা করি, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি’।

আলোচনা সভায় কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃনাল কান্তি দে, কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দীসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের অভিযান, জরিমানা আদায়

বেশি দামে পণ্য বিক্রি ও পণ্যের মূল্যতালিকা না থাকায় কুষ্টিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসনের মনিটরিং টিম।

বুধবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: নাসরিন বানু।

এসময় তিনি জানান, বেশি দামে পণ্য বিক্রি ও পণ্যের মূল্যতালিকা না থাকায় মুদী দোকান, বেশি দামে তরমুজ বিক্রি করার অপরাধে দুইটি তরমুজের আড়ত ও বেশি দামে ফল বিক্রির অপরাধে একটি ফলের দোকান ও একটি হোটেলে মোট সাড়ে বারো হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

পাশাপাশি মনিটরিংয়ের সময় বাজারে নিত্যপণ্যের সরবরাহ, মজুদ এবং মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান

তিনি।

এসময় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর কুষ্টিয়া সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সিফাতুন নাহার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার বাজার পরদির্শক জিয়া হায়দার নিরাপদ খাদ্য অফিসার সজীর পাল, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতান রেবেকা নাসরীনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বুধবার শহরের পৌর বাজার, বড় বাজার, এনএস রোড,মজমপুর এলাকার বাজার মনিটরিং করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

মনিটরিংকালে পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ও বেশি দামে পণ্য বিক্রি করায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অংকের অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে ফিতরা নির্ধারণ মাথাপিছূ ৭০ টাকা

মেহেরপুর জেলায় এবার জনপ্রতি ৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া ওলামা পরিষদ এবং তিন জেলা ইমাম পরিষদের উদ্যোগে আলোচনা সভা শেষে মেহেরপুর জেলা জনপ্রতি ৭০ টাকা হারে ফিতরা নির্ধারণ করা হয়। ওলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা শফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুফতি হাফিজুর রহমান, মেহেরপুর পৌর ইমাম পরিষদের সভাপতি মাওলানা ইয়ারুল ইসলাম, মাওলানা শাহ আলম, মাওলানা হাসানুজ্জামান, মুফতি আবু বক্কর, মাওলানা হুসাইন, মাওলানা মামুন হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় মাদক সেবনের অপরাধে যুবকের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় মাদক সেবনের দায়ে আরো একজনের দেড় বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর এ আদেশ প্রদান করে। সাজাপ্রাপ্ত রনি পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মাঠপাড়ার গোলাপ হোসেনের ছেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মাঠপাড়ার গোলাপ হোসেনের ছেলে রনি (৩৫)। দীর্ঘদিন যাবৎ গোপনে মাদক সেবন করে আসছে। এছাড়াও মাদক সেবন করে এলাকাবাসীদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ রনিকে ট্যাপেন্ডা ডল ট্যাবলেটসহ রনিকে আটক করে।

পুলিশ উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুরকে জানালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মাদক সেবী রনিকে দেড় বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।